সংবাদ

তারিখ : 14 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

জঙ্গি শিক্ষার্থীদের দায় নেবে না বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়

আইন ভঙ্গের প্রবণতা বৃদ্ধি মনিটরিং না থাকায় জঙ্গি হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির আলোচনায় অভিমত

রাকিব উদ্দিন

আইন ভঙ্গের প্রবণতা বাড়তে থাকা এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও তদারক না থাকার কারণেই ব্যাপকহারে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছে বলে শিক্ষাবিদরা মনে করছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জঙ্গি শিক্ষার্থীদের দায় নিতে রাজি নয়। নর্থ সাউথ, ব্র্যাকসহ অন্য যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী গুলশান ও শোলাকিয়ায় জঙ্গি হামলায় জড়িত ছিল তাদের দায়দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। গতকাল রাজধানীর গুলশান ক্লাবে অনুষ্ঠিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির এক জরুরি সভায় অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জঙ্গি শিক্ষার্থীদের কৃতকর্মের দায় নিতে অস্বীকার করা হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল বড় আকারে সাংগঠনিক কার্যক্রম না চালালেও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সরকারি প্রশাসনের এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তার সহযোগিতায় ছাত্রশিবির ও নিষিদ্ধঘোষিত হিজবুত তাহরীর বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই গোপনে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা উগ্র ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে ব্যাপকহারে জড়িয়ে পড়ছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ইউজিসি'র সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর নজরুল ইসলাম সংবাদকে বলেন, 'মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি

জঙ্গি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

জঙ্গি : হচ্ছে শিক্ষার্থীরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শুধু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধ ও মান বৃদ্ধির কথা বলছে, কিন্তু জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে কারও কোন মাথাব্যথা নেই। সার্বিকভাবে এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারের যথাযথ মনিটরিং (তদারক) নেই। এ সুযোগে ছাত্রশিবির ও হিজবুত তাহরীরের বেপরোয়া সন্ত্রাস চলছেই। তাছাড়া অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের মধ্যে জঙ্গি ভাবধারার লোকও আছে। তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়েই ছাত্ররা চরমপন্থা বেছে নিচ্ছে।'

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ সংগঠনের তৎপরতা ঠেকাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সার্বিক তৎপরতা নেই বলে অভিযোগ রয়েছে। তবে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের চাপে এবার জঙ্গিবাদবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করতে বাধ্য হচ্ছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসের কবল থেকে মুক্ত রাখতে গতকাল 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সমিতি'র বিশেষ সভায় কিছু পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সমিতির সভাপতি শেখ কবির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় ৩০/৪০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শেখ কবির হোসেন সংবাদকে বলেন, 'আমরা সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়েই আলোচনা করেছি। সম্প্রতি গুলশান ও শোলাকিয়ায় হামলায় যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর নাম এসেছে, তারা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কারেন্ট শিক্ষার্থী নয়। এরা সাবেক ছাত্র। কাজেই এদের জঙ্গি কর্মকাণ্ডের দায়দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছে নর্থ সাউথ, ব্র্যাক ও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।'

তিনি জানান, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি- এখন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সকল নতুন শিক্ষার্থীকে কাউন্সিলিং করাব। পুরনো শিক্ষার্থীদেরও নজদারিতে রাখব। আর শিক্ষকদের সার্বিক কর্মকাণ্ডই মনিটরিংয়ের আওতায় আনা হবে।'

শেখ কবির হোসেন বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, আমরা সেই প্রচেষ্টায় যথাযথ ভূমিকা রাখব।'

গত ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারি রেস্টুরেন্ট এবং শোলাকিয়ার ঈদগাহের অদূরে জঙ্গি হামলায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (এনএসইউ) কমপক্ষে তিনজন শিক্ষার্থী জড়িত ছিল, যারা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে মারা যায়। এছাড়াও হলি আর্টিজানে হামলার প্রধান হোতা আটক হাসনাত করিম এনএসইউ'র সাবেক শিক্ষক। ২০১২ সালে নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরীরের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে তাকেসহ তিন শিক্ষককে অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়টি ছাত্র ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বহুবার এমন অভিযোগ এসেছে। এর আগে ২০১৩ সালে মার্চে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার দায়ে নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি থেকে তিনজন ইমামকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। বহিষ্কৃত ইমামরা ছিলেন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন, মাওলানা হারুনুর রশিদ ও মাওলানা জিয়াউর রহমান। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা মসজিদে নামাজের সময় শিক্ষার্থীদের উগ্র ধর্মীয় আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। পরবর্তীতে ওই মসজিদের কার্যক্রমও বন্ধ করতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরাও জঙ্গিবাদে জড়াচ্ছে। গুলশান হলি আর্টিজানে হামলাকারী নিহত জঙ্গিদের একজন রোহান ইমতিয়াজ ছিলেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী। রোহান স্কলাসটিকায় পড়াশুনা শেষ করে পড়ছিলেন ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে।

আর গুলশানে হামলার ঘটনার পর কথিত আইএসের বরাত দিয়ে বাংলাদেশি তিন তরুণের ভিডিও প্রকাশ করে সাইট ইন্টেলিজেন্স। ভিডিও'র প্রথম তরুণ সাবেক নির্বাচন কমিশনার সফিউর রহমানের ছেলে তাহমিদ রহমান শাফি। সে নটর ডেম কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএতে ভর্তি হয়। এরা ছাড়াও আরও অনেক তরুণ নিখোঁজ রয়েছে, যারা দেশের নামিদামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

জানা গেছে, নিখোঁজ শিক্ষার্থীর বেশিরভাগই এনএসইউ, ব্র্যাক ও জামায়াতের মালিকানাধীন বাংলাদেশ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়ান, দারুল ইহসানসহ বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের।

নিখোঁজ শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে কয়েকদিন আগে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সাংবাদিকদের বলেন, 'সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে জড়িতরা প্রায় সবাই প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র। এর আগে কিছু অপরাধীকে আমরা চিহ্নিত করেছি তারাও প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়েছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে।'

বর্তমানে দেশে ৯৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যার মধ্যে ৮০টিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে এবং বাকিগুলো নতুন। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেরা জঙ্গিবাদে ঝুঁকছে- এমন তথ্য আসায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে সরকার ও অভিভাবক মহলে।